সুন্নাহ্‌র কর্তৃত্ব ও মর্যাদা

দলিল হিসাবে সুন্নাহ্‌র গ্রহণযোগ্যতা

মো: এনামুল হক

সুন্নাহ্‌র কর্তৃত্ব ও মর্যাদা: দলিল হিসাবে সুন্নাহ্‌র গ্রহণযোগ্যতা

মোঃ এনামুল হক

[সমকালীন বিশ্বের প্রখ্যাত ইসলামী স্কলার, জামালুদ্দিন জারাবযো-র **The Authority and the Importance of the Sunnah**-এর ছায়া অবলম্বনে লিখিত]

সূচীপত্র

পূর্বকথা ০৯

Glossary ১৯

ভূমিকা ২৩

এরকম একটা বইয়ের প্রয়োজনীয়তা ২৩

প্রথম অধ্যায়

'সুন্নাহ্' ও 'হাদীস' -এই শব্দগুলির অর্থ ২৭

সুন্নাহ্ শব্দের অর্থসমূহ ২৭

'সুন্নাহ্র' আভিধানিক অর্থ ২৮

ফিকহ্ শাস্ত্রবিদদের বা ফকীহদের ব্যবহারে 'সুন্নাহর' সংজ্ঞা ৩০

হাদীসের স্কলাররা সুন্নাহ শব্দটির যে সংজ্ঞা দিয়ে থাকেন ৩৩

ইসলামের আইন তত্ত্বে 'সুন্নাহ' শব্দটির সংজ্ঞা ৩৫

"সুন্নাহ্" শব্দটি ব্যবহার করার বেলায় ফিকহ্ শাস্ত্রবিদ এবং উসূলীদের মাঝে যে পার্থক্য দেখা যায় ৩৭

আক্বীদাহ্ বিশেষজ্ঞদের মতে "সুন্নাহ্" শব্দটির সংজ্ঞা ৩৯

হাদীস শব্দটির অর্থ ৪২

সুন্নাহ ও হাদীসের মাঝে সম্পর্ক ৪৫

'সুন্নাহর কর্তৃত্ব'এই অভিব্যক্তিতে 'কর্তৃত্ব ' ও 'সুন্নাহ' শব্দগুলির অর্থ ৪৭

উপসংহার ৪৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

দলিল হিসাবে সুন্নাহর মর্যাদা ও গুরুত্ব প্রতিষ্ঠায় প্রমাণসমূহ ৫১

ভূমিকা ৫১

নবীর সুন্নাহর সাথে সম্পৃক্ত কুর'আনের আয়াত সমূহ ৫২

রাসূলের ﷺ প্রতি আনুগত্য হচ্ছে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ৫২

আল্লাহ নবীর ﷺ আনুগত্য করার আদেশ দেন এবং তাঁকে অমান্য করার ব্যাপারে সতর্ক করে দেন ৫৩

নবীর সিদ্ধান্ত ও অনুশাসন মেনে নেয়া হচ্ছে ঈমানের অংশ ৬৪

রাসূল ﷺ কে অনুসরণ করাটা আল্লাহর ভালবাসা , সত্যিকার জীবন ও হেদায়েতের চাবিকাঠি ৬৯
কৌশল (হিকমাহ্‌/হিকমত) নাযিল হওয়া ৭১
নবীর প্রতি সঠিক আদবের আদেশ তাঁর অবস্থান ও কর্তৃত্বের ইঙ্গিত দেয় ৭৪
কুর'আনের আয়াতসমূহ থেকে উপনীত সিদ্ধান্ত ৭৮
সুন্নাহর গুরুত্বের বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে যে সমস্ত আয়াত ব্যবহার করা হয় ৭৯
সুন্নাহর গুরুত্ব সম্বন্ধে নবী ﷺ এর নিজের বক্তব্যসমূহ ৮৩
সুন্নাহ সম্পর্কে সাহাবীদের দৃষ্টিভঙ্গী ৯২
সুন্নাহর ব্যাপারে স্কলারদের মতামত ১০০
চার ইমাম এবং সুন্নাহ সম্বন্ধে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ১০৩
উপসংহার ১১১

তৃতীয় অধ্যায়

রাসূলের ﷺ ভূমিকাসমূহ ১১৩
(১) কুর'আন ব্যাখ্যাকারী হিসেবে নবী মুহাম্মদ ﷺ ১১৩
নবী ﷺ যেভাবে কুর'আনের অর্থ ব্যাখ্যা করে গেছেন ১১৭
নবী ﷺ ঐ সমস্ত শব্দাবলীর অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন যেগুলোর অর্থ বিভিন্ন কারণে অনির্দিষ্ট ছিল। ১১৭
নবী ম ﷺ সাহাবীদের ও অন্যান্যদের ভুল সংশোধন করেন ১২০
যা কিছু অবাধ, নবী ﷺ সেটা নির্ধারণ করে দিয়ে গেছেন এবং সাধারণ অনুশাসন প্রয়োগের নির্দিষ্ট ক্ষেত্র চিহ্নিত করে গেছেন ১২১
কুর'আনের কোন আয়াতগুলো মানসুখ তা নবী ﷺ চিহ্নিত করে গেছেন ১২৩
নবী ﷺ কুর'আনের ঐ সমস্ত আদেশগুলোর বিস্তারিত প্রয়োগ দেখিয়েগেছেন, যেগুলোরকুর'আনে বিস্তারিতভাবেউল্লেখনেই ১২৪
নবী ﷺ এমন বক্তব্য রেখেছেন যেগুলোর অর্থ কুর'আনের আয়াতসমূহের মতই, যেগুলো কুর'আনের বক্তব্যকে জোরদার করে এবং আরো পরিস্কার করে দেয় ১২৫

নবী ﷺ এমন সব ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা করে গেছেন যেগুলোর কুর'আনে উল্লেখ নেই ১২৭
কুর'আন বুঝতে গিয়ে নবীর ﷺ জীবন বৃত্তান্তের শরণাপন্ন হওয়া ১২৮
কুর'আনের ব্যাখ্যাকারী হিসাবে নবী ﷺ এর ভূমিকার ব্যাপারে উপসংহার ১৩০
(২) এক স্বনির্ভর আইনের উৎস হিসেবে আল্লাহর রাসূলের ﷺ ভূমিকা ১৩৪
নবীর ﷺ আইন প্রণয়নের ব্যাপারে আল্লাহর অনুমোদন ১৩৬
কুর'আনে কোন ভিত্তি নেই এমন একটি সুন্নাহ ১৩৮
(৩) আচরণের আদর্শ হিসেবে নবীর ﷺ ভূমিকা ১৪২
(৪) আনুগত্যের দাবীদার হিসেবে নবীর ﷺ ভূমিকা ১৪৮
উপসংহার: নবীর ﷺ ভূমিকাসমূহ, সুন্নাহ অনুসরণের অপরিহার্যতা নির্দেশ করে ১৫১

চতুর্থ অধ্যায়

সুন্নাহর মর্যাদা বনাম কুর'আন ১৫৩
প্রথম মত: কুর'আন সুন্নাহর উপর প্রাধান্য বা অগ্রাধিকার পাবে ১৫৩
উপরোক্ত প্রথম মতের প্রমাণের উপর মন্তব্য ১৫৬
দ্বিতীয় মত: কর্তৃত্ব ও মর্যাদার ব্যাপারে কুর'আন ও সুন্নাহ সমান গুরুত্ব বহন করে ১৬৩
তৃতীয় মত: কুর'আনের উপর সুন্নাহ প্রাধান্য পাবে ১৬৬
কুর'আনের পাশাপাশি সুন্নাহর কর্তৃত্ব ও অবস্থানের বিষয়ে উপসংহার ১৬৮
এই বোধের গুরুত্ব ১৬৯
উপসংহার ১৭১

পঞ্চম অধ্যায়

আল্লাহ কর্তৃক সুন্নাহর সংরক্ষণ ১৭২
কতগুলো উপায় যার মাধ্যমে আল্লাহ সুন্নাহ সংরক্ষণ করেছেন ১৭৫

নিজেদের গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে সাহাবীদের অনুধাবন ১৭৭
হাদীসের নথিভুক্তি বা লিপিবদ্ধকরণ ১৭৯
প্রথম বছরগুলোর ইসনাদ ১৯০
হাদীস সংগ্রহ করতে গিয়ে পরিভ্রমণ ১৯৯
প্রথম যুগের হাদীস সমালোচনা এবং বর্ণনাকারীদের মূল্যায়ন ২০৩
হাদীস জাল করার সূত্রপাত ২০৫
উপসংহার ২১৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

যে সুন্নাহ প্রত্যাখ্যান করে তার বেলায় বিধান ২১৫
দ্বীনের এমন কিছু অস্বীকার করা যা কিনা নিশ্চিতভাবেই এর অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ২১৫
উপসংহার ২২৩

সপ্তম অধ্যায়

সুন্নাহর পথই হচ্ছে ইসলামের পথ ২২৫
সুন্নাহ ও হাদীসের লোকজন বলতে আসলে কি বোঝায় ২৩৬
(১) আক্বীদাহ্‌/বিশ্বাসসমূহ: ২৩৭
(২) ইবাদতের আনুষ্ঠানিকতাসহ বাহ্যিক কর্মকান্ডসমূহ: ২৪০
(৩) আচার-আচরণ, নৈতিকতা ও ব্যবহারের ব্যাপারে যে কাউকে সুন্নাহ্‌র সাথে লেগে থাকতে হবে: ২৪২
সুন্নাহ অনুসরণ করতে গেলে কঠোর সংকল্পের প্রয়োজন রয়েছে ২৪৪
উপসংহার ২৫৫
শেষ কথা ২৫৬

পূর্বকথা

লেখালেখির বয়স যত বাড়ছিল, আমার ততই মনে হচ্ছিল যে, আগের আবেগী লেখাগুলো না লিখলেই বোধহয় ভালো ছিল। যদিও এটা ঠিক যে, ইসলামকে ভালোবেসেই আমার প্রথম কলম ধরা। ইসলামের বা মুসলিমদের বিরুদ্ধে সকল অন্যায়ের প্রতিকারের দায়-দায়িত্ব বুঝি আমার একার ঘাড়েই বর্তায়- এমন একটা সুপ্ত অনুভূতিও হয়তো বা মনের কোন গোপন কোণে বাসা বেঁধে থাকবে। **জ্ঞান ছাড়া ঈমান বা ঈমান ছাড়া জ্ঞান** - স্কলাররা বলে থাকেন যে, দু'টোই খুব বিপজ্জনক। আমার প্রথম দিকের লেখা-লেখিগুলি একাধারে আবেগী ও "বিপ্লবী"ও বলা যায় - না, রাজনীতির ভাষায় "বিপ্লবী" বলতে যা বোঝায় তা নয় - আমি বলবো অনুভবের দিক থেকে "বিপ্লবী"। **"সঠিক জ্ঞান"** আর **"নানান দোষে দুষ্ট জ্ঞানের"** ভিতর তফাৎ করার মত জ্ঞান আমার তখন ছিল না! আমরা সবাই হয়তো জীবনে এরকম একটা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাই।

একটা সময় ছিল যখন সায়্যিদ কুতুব, মৌলানা মৌদুদী বা এমন কি আয়াতুল্লাহ্ খোমেনীর একটা লেখা পড়ে মনে হয়েছে - বাহ্ কি দারুণ! এরাই ইসলামের সত্যিকার মুখপাত্র! এখন বুঝি, এদের লেখা-লেখিতে সত্য যেমন রয়েছে, তেমনি অগণিত conjecture based বা "অনুমান নির্ভর" নিজস্ব মতামতও রয়েছে - যেগুলোর সূত্র অনুসন্ধান করে পেছনে চলতে থাকলে সুন্নাহয় গিয়ে পৌঁছানোর কোন সম্ভাবনা নেই! রাফিদী শিয়া আয়াতুল্লাহ্ খোমেনীর কথায় ও কাজে কত অগণিত মানুষ বিভ্রান্ত হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে - কারণ, মূলধারা সাধারণ মুসলিমরা জানেনই না যে, নবী ﷺ এবং সাহাবীরা যে পথের উপর ছিলেন, সেই পথের অনুসারী কেউ, কখনোই কোন রাফিদী শিয়ার অনুসারী হতে পারে না[১]! অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, জ্ঞানবিহীন ধর্মীয় আবেগের কারণে মানুষ এমন করে থাকবে/থাকে! সালমান রুশদীর "স্যাটানিক ভার্সেস" বের হবার পর, আয়াতুল্লাহ্ খোমেনী সালমান

০১. দেখুন:http://www.fatwa-online.com/fataawa/creed/deviants/0040416.htm

রুশদীর মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করেছিলেন এবং যে তা কার্যকর করবে (অর্থাৎ যে তাকে হত্যা করবে) তার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন! সারা মুসলিম বিশ্বে তখন আয়াতুল্লাহ্ খোমেনী খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন এবং গণমানুষের মাঝে এমন একটা অনুভূতি আসে যে, গোটা মুসলিম জাহানে, সাহসী নেতা থাকলে ঐ একজনই আছেন, আর 'আলেম থাকলেও ঐ একজনই আছেন- যিনি ইসলামের সত্যিকার "সুবিচার" তুলে ধরে কথা বলতে পেরেছেন। কিন্তু আসলে কি তাই? যারা ফিকহ ও সুন্নাহ্ সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান রাখেন, তারাই জেনে থাকবেন যে, সালমান রুশদী যদিও খুব খারাপ একটা কাজ করেছিলেন এবং ইসলামী রাষ্ট্রে ঐ কাজের সুন্নাহ্‌সম্মত বিচার হলেও হয়তো ঠিকই তার মৃত্যুদন্ডই হতো - তবু তার (আয়াতুল্লাহ্ খোমেনীর) ঐ ফতোয়া সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী ছিল। এর প্রধান কারণ হচ্ছে, সালমান রুশদীর উপর রিদ্দার হুজ্জত (প্রমাণ বা evidence) কায়েম করা হয় নি - অর্থাৎ তাকে ডেকে এরকম বোঝানো হয় নি যে, *দেখ এই কাজটা করলে কেউ যে ইসলাম থেকে বেরিয়ে "মুরতাদ" হয়ে যাবে - তুমি কি সেটা জানো/বোঝো? না জানলেও এখন তো জানলে - এখন তোমাকে তওবা করার সুযোগ দেয়া হলো ইত্যাদি ইত্যাদি.....।* হতে পারে আয়াতুল্লাহ্ খোমেনীর পদক্ষেপটা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ছিল - সহজ একটা জনপ্রিয়তা লাভের জন্য অথবা নিজের দ্বীন-না-জানা নির্বোধ সাধারণ মুসলিমদের কাছে নিজেকে মুসলিম জাহানের অবিসংবাদিত ও অপরিহার্য নেতা প্রতীয়মান করার জন্য। কিন্তু সাধারণ মানুষ জ্ঞানের অভাবে সেটাকেই সঠিক ও সময়োপযোগী মনে করেছে - আমি নিজেও তাই ভেবেছি। অথচ, OIC-ভুক্ত ৪৮টি দেশের বড় বড় 'আলেমগণ ঐ ফতোয়াকে ভুল মনে করেছেন! জীবনের তথা সময়ের ঐ প্রস্থচ্ছেদে ব্যাপারটা না বুঝলেও, বিবর্তনের একটা পর্যায়ে বুঝেছি: **যে কোন 'আলেম, লেখক, নেতা বা চিন্তাবিদ - তিনি যত বড় মাপেরই হোন না কেন, তার আনুগত্য বা অনুসরণ হবে শর্ত-সাপেক্ষ - যতক্ষণ তার কথা আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলের ﷺ সুন্নাহ্‌র সাথে সঙ্গতিপূর্ণ - আমরা তা শুনবো বা মানবো! আর তা না হলে তা মানবো না!!** এই ব্যাপারে কুর'আনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আয়াতটি (সূরা নিসা, ৪:৫৯) এই বইয়ে, আরো পরে, অনেক বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

আয়াতুল্লাহ্ খোমেনীর ব্যাপারে আমার বোধোদয় সম্বন্ধে তো বেশ বিস্তারিত

বললাম। কিন্তু অপর দু'জন, যাদের নাম দিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলাম- **সায়্যিদ কুতুব** ও **মৌলানা মৌদুদী**- তাদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে এটুকু বলা যায় যে, তারা সত্যি খুব বিশ্বস্ততার সাথে ইসলামের পুনর্জাগরণ চেয়েছিলেন, তারা বহু বিষয়ে কলম ধরেছিলেন, বিপ্লবী চিত্তের মানুষদের কাছে তারা খুবই জনপ্রিয় ছিলেন এবং এখনো আছেন- কিন্তু তাদের প্রচেষ্টায় কিছু আক্বীদাহ্‌গত ও পদ্ধতিগত ত্রুটি যেমন ছিল, তেমনি অগ্রাধিকার ঠিক করাতেও অনেক ভুল-ভ্রান্তি ছিল। তাদের নিয়ে আলোচনা বা সমালোচনা কোনটাই এই বইয়ের অবকাশের আওতায় আসে না। তাদের জন্য মুসলিম হিসাবে আমরা দোয়া করবো ইনশা'আল্লাহ্‌: ***আল্লাহ্‌ যেন তাদের ভুল-ভ্রান্তিগুলো ক্ষমা করে দেন এবং অন্যকে বিভ্রান্ত করার দায়-দায়িত্ব থেকেও যেন তাদের অব্যাহতি দেন*** - যেটা যে কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির জন্য খুব ভয়ের একটা ব্যাপার। তবে এটাও ঠিক যে, তাদের পাঠক, অনুরাগী বা অনুগামীরা যদি তাদেরকে proper perspective-এ দেখতে/ভাবতে পারতেন - অর্থাৎ, এটা ভাবতে পারতেন যে, ***তারা নবী-পয়গাম্বর কিছুই নন, সাহাবীও নন, চার ইমামদের মত বিশেষ কেউ নন, এমন কি গত ১৪০০+ বছরে ইসলামের যত স্কলার গত হয়েছেন, তার ভিতর হয়তো এমন ১০০০ জন পাওয়া যাবে, জ্ঞানী হিসাবে যাদের মর্যাদা তাদের উপরে; সুতরাং তাদের ভুল-ভ্রান্তি থাকতেই পারে*** - তাহলে কোন সমস্যাই ছিল না। সমস্যা হচ্ছে: **শ্রদ্ধা করতে করতে এক সময় আমরা মানুষকে নির্ভুল বা infallible মনে করতে শুরু করি, ভাবতে শুরু করি যে তাদের সকল judgementই সঠিক**। অথচ, "আহলুস সুন্নাহ্‌ ওয়া আল জামা'আ"র মতে, আমাদের জন্য একমাত্র রাসূল ﷺ-ই হচ্ছেন নির্ভুল বা infallible। আর সবাই ভুল করতেই পারেন - তাদের শুদ্ধটুকু আমরা নেব, ভুলটুকু আমরা পরিত্যাগ করবো, ইনশা'আল্লাহ্‌! তা না করে যদি শ্রদ্ধাভাজন কারো কথায় আমরা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের ﷺ বেঁধে দেয়া কোন নিয়মের বাইরে চলে যাই - তবে **"আনুগত্যে শিরক"** নামক ভয়াবহ শিরকে পতিত হয়ে চির জাহান্নামী হবার সম্ভাবনার সম্মুখীন হতে পারি।

যাহোক, এই পর্যায়ে আমি আপনাদের আমার একটা disclaimer জানাতে চাই। আমার জ্ঞানের স্বল্পতাহেতু আমার কোন ভুল কথা/লেখা যদি কাউকে বিভ্রান্ত করে থাকে, **আমি সেজন্য আল্লাহ্‌র কাছে তওবা করছি এবং তারপর সর্বান্তঃকরণে তাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি!** এমন হয়ে থাকতে পারে যে,

যিনি নাকি ওখানকার ধর্মান্তরিত মুসলিমদের ফতোয়া দিয়েছিলেন যে, আমেরিকা যেহেতু তাদের জন্য শত্রু-ভূমি, সেহেতু, ওখানকার জুয়েলারী দোকান-পাট ইত্যাদি লুটপাট করে অর্থ সংগ্রহ করাটা জায়েয। ফলে কিছু ধর্মান্তরিত যুবক আবেগতাড়িত হয়ে চুরি-ডাকাতিতে আত্ম-নিয়োগ করেন এবং ধরা পড়ার পর একেক জনের ৪৫ বছরের কারাদন্ড হয়। এখানেই ঐ **"রবিনহুড" মানসিকতার** কথা এসে গেল - শর্টকাট নেয়ার ব্যাপার এসে গেল - এখনকার সমাজব্যবস্থায় হয়তো যেটাকে "নিজের হাতে আইন" তুলে নেয়ার মত কিছু বলা হবে। অথচ, আমরা যদি রাসূল ﷺ এর জীবন বা সুন্নাহ থেকে শিক্ষা নিতাম, তাহলে দেখতাম যে নবুয়ত পরবর্তী মক্কার ১৩ বছরের জীবনে মুসলিমরা কাফির-মুশরিক শাসিত জগতে বাস করতেন চরম প্রতিকূল অবস্থায় - যার একটা পর্যায়ে, এমন কি ৩ বছরের মত সময় তাঁরা অবরুদ্ধ অবস্থায় কাটান - তাঁদের বয়কট করা হয়েছিল, তাঁরা literally ঘাস-পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করেছেন - কই একটা লুট-পাটের ঘটনাও তো আমরা শুনি না! এভাবেই আমরা যদি প্রতিটি সমস্যা বা প্রতিকূল অবস্থায় রাসূল ﷺ বা তাঁর সাহাবীরা ﷺ কি করেছেন তা খুঁজে দেখতাম - তবে হয়তো আজকের আবেগ-ভিত্তিক বিভ্রান্তির অনেকটুকুই এড়িয়ে চলা সম্ভব হতো।

ইতিহাসে সুন্নাহ্‌ বিবর্জিত এই বিভ্রান্তির প্রথম মুখ্য বহিঃপ্রকাশ ঘটে খারেজীদের উত্থানের মধ্য দিয়ে - কি সাংঘাতিক "ইখলাস" বা "বিশ্বস্ততা" ছিল তাদের, অথচ গভীর জ্ঞান না থাকা তথা রাসূল ﷺ এর সুন্নাহ্‌ না জানার কারণে, হযরত আলী ﷺ সহ কত প্রথম শ্রেণীর মুসলিমকে হত্যা করেছে তারা! আলী ﷺ ও ইবন আব্বাস ﷺ-এঁর মত সাহাবীদেরও তারা "কাফির" ঘোষণা করে। আজও সেই trend অব্যাহত রয়েছে পৃথিবীতে এবং দুঃখজনক হলেও এমন কি বাংলাদেশেও। বাংলাদেশেও এমন সমষ্টি বা গোষ্ঠী রয়েছে, যারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে মুসলিম মনে করে না - সাধারণ মসজিদে নামায পড়ে না এবং সর্বক্ষণ অন্যের দোষ খুঁজে বেড়ায় - অথচ রাসূলের ﷺ মসজিদে মুনাফিক্বরাও নামায পড়তো বিনা বাধায়।

আলী ﷺ-কে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, ***"নাহরাওয়ানের লোকেরা (অর্থাৎ খারেজীরা) কাফির কি না?"*** তিনি বলেছিলেন, ***"তারা কুফর থেকে পালিয়েছে"***। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো তারা মুনাফিক্ব কি না? তখন তিনি

বললেন, *"মুনাফিক্বরা কদাচিৎ আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে, কিন্তু এরা সকাল বিকাল আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে থাকে; এরা হচ্ছে আমাদের ভাই যারা আমাদের বিরুদ্ধে (যেতে গিয়ে) সীমা লঙ্ঘন করেছে।"*[২] দেখুন তাঁর সাথে যুদ্ধরত ও তাঁকে "কাফির" জ্ঞান করা বিদ্রোহীদের ব্যাপারেও, একজন খলিফার তথা সাহাবীর কত সহনশীল মনোভাব ছিল!

গত কয়েকবছর ধরে বাংলাদেশে ধর্মীয় চরমপন্থার যতটুকু বিস্তার দেখা যায়, তার মূলেও আরো অনেক কিছুর পাশাপাশি রয়েছে একধরনের **"রবিনহুড" মানসিকতা**। তাড়াতাড়ি সবকিছু বদলে দেয়ার জন্য শর্ট-কাট রাস্তা খোঁজা। অথচ এসব করে ইসলাম প্রচার, ইসলাম শিক্ষা এবং ইসলাম অনুযায়ী জীবন যাপন করাকে যে প্রকারান্তরে ব্যাহত ও বিপর্যস্ত করা হলো - তার দায়-দায়িত্ব কে নেবে। এসব করে লাভ হয়েছে কাদের? আর ক্ষতিই বা হয়েছে কাদের?? ইসলামের প্রচার প্রসার কি এগিয়ে গেছে না শতবর্ষ পিছিয়ে গেছে?? তাছাড়া বোমাবাজি অথবা অন্যান্য নাশকতামূলক কান্ডের ফলশ্রুতিতে যদি একজন মুসলিমেরও (আমরা বলছি না যে, এমনি এমনি একজন অমুসলিমের ক্ষতি করা যাবে, তবু তর্কের খাতিরে আমরা শুধু মুসলিমদের ব্যাপারটাই consider করবো) অহেতুক প্রাণহানি ঘটে থাকে (বহু ঘটনায় যা নিশ্চিতভাবেই ঘটেছে), তাহলে ব্যাপারটা আল্লাহ্‌র কাছে অত্যন্ত অপছন্দনীয় হবার কথা - কারণ, একজন মুসলিমের জীবন আল্লাহ্‌র কাছে এই পৃথিবী এবং এতে যা কিছু রয়েছে তার চেয়ে প্রিয় - যে কারণে একজন মুসলিম বেঁচে থাকতেও আল্লাহ্‌ পৃথিবী ধ্বংস করবেন না (অর্থাৎ ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না)! আমাদের উচিত গত কয়েক বছরের ঘটনাবলী নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা এবং প্রত্যেকটি পরিস্থিতিতে রাসূল ﷺ, খুলাফায়ে রাশেদীন বা সাহাবীরা কি করেছেন বা করতেন তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করা! এই বইখানি ইনশা'আল্লাহ্‌ আমাদের সেই লক্ষ্য অর্জন করতে সমূহ সহায়তা দান করবে। আল্লাহ্‌ আমাদের সবাইকে তাঁর রাসূলের ﷺ সুন্নাহ্‌ জানার, বোঝার ও মানার তৌফিক্ব দিন - আমীন!!

আমরা যেমনটা পরে এই বইয়েই দেখবো, ইনশা'আল্লাহ্‌, যে, বড় স্কলাররা সবাই বলে থাকেন, **"সুন্নাহ্‌ মানেই হচ্ছে দ্বীন ইসলাম, আর দ্বীন ইসলাম**

---

০২. দেখুন: পৃষ্ঠা#১৭৩, ভল্যুম#৮, *আস-সুনান আল-কুবরা* - আল-বাইহাকি।

মানেই হচ্ছে সুন্নাহ্‌"! অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হবে যে, **"সুন্নাহ্‌ ছাড়া দ্বীন ইসলামের কোন অস্তিত্বই নেই"**!! সেই সুন্নাহ্‌কে কিভাবে মূল্যায়ন করতে হবে – সে সম্বন্ধে অমূল্য তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ এই বইখানি পড়া থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান, বাংলাভাষী দ্বীনী ভাই-বোনদের সাথে ভাগাভাগি করার অদম্য ইচ্ছা থেকেই মূলত এই কাজে হাত দেয়া। সূত্র ও তথ্যের অনেক খুঁটিনাটি – বইখানির সরাসরি অনুবাদকে সাধারণের অনুধাবন ক্ষমতার সীমার বাইরে নিয়ে যেতে পারে – সেজন্য সরাসরি অনুবাদ এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। দ্বীনের মৌলিক বিষয় সংশ্লিষ্ট বই বলেই, যত বেশী সম্ভব পাঠকের কাছে পৌঁছে দেয়া যায় – সে চেষ্টা করতে গিয়ে এবং খানিকটা, অহেতুক আনুষ্ঠানিকতার জালে আটকানো এড়িয়ে যেতেও এমন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এছাড়াও অতীতে কয়েকখানি বই অনুবাদ করতে গিয়ে বুঝেছি যে, অনুবাদক, লেখকের প্রতি বিশ্বস্ত হতে চাইলে, তিনি আষ্টে-পৃষ্টে বাঁধা থাকেন – তিনি কি বুঝলেন বা অনুধাবন করলেন, তার চেয়ে লেখকের বাক্য-বিন্যাসের প্রতি সম্ভ্রম অনেক ক্ষেত্রেই প্রাধান্য লাভ করে – বিশেষত বইখানি যদি তথ্য সমৃদ্ধ হয়, তবে তো কথাই নেই। তাই আমি বরং চেষ্টা করেছি মূল বইখানার ছায়া অবলম্বনে – সংক্ষিপ্ত ও সহজ আকারে সাধারণ বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য একখানা সহজ বই উপস্থাপন করতে। বাংলা বইখানা সংক্ষিপ্ত হলেও, মূল বইয়ের তথ্যের যথার্থতা ও গ্রহণযোগ্যতা এখানেও সম্পূর্ণ অটুট রাখা হয়েছে– যা যাচাই করার জন্য যে কোন উৎসাহী ও অনুসন্ধিৎসু পাঠক, যে কোনো সময়ে মূল বইখানিতে ফিরে যেতে পারবেন ইনশা'আল্লাহ্‌!

সবশেষে, এই বই থেকে যদি মুসলিম উম্মাহ্‌র বাংলাভাষাভাষীরা সত্যিই উপকৃত হন এবং আল্লাহ্‌ যদি তাঁর অপার করুণাবশত আমার এই দীন হীন প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন, তবে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র – আর যে কোন ব্যর্থতার দায়-দায়িত্ব অতি অবশ্যই একান্তভাবে আমার।

ঢাকা
১১ই এপ্রিল, ২০১১।

Glossary

'আক্বীদাহ্‌: দ্বীন ইসলামভুক্ত হতে হলে, যে সব বিষয়াবলীতে বিশ্বাস আনা অপরিহার্য।

আহ্‌লে কিতাব: সাধারণ অর্থে যাদের কাছে আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছিল– বিশেষ অর্থে ইহুদীগণ ও খৃস্টানগণ।

আহাদ হাদীস: খুব অল্প বা ২/১ সূত্রে বর্ণিত হাদীস।

আসার: কোন সাহাবী (বা তাবেঈ) থেকে আসা বর্ণনা - এগুলোকে যদিও অনেক ক্ষেত্রে হাদীস বলে উল্লেখ করা হয় অথবা হাদীসগ্রন্থে লিপিবদ্ধ হতেও দেখা যায়।

ইখলাস: বিশ্বস্ততা।

ইলাহ্‌: যার ইবাদত বা উপাসনা করা হয।

ইজতিহাদ: কুর'আন ও সুন্নাহ্‌ থেকে নিয়ম, কানুন বা ফতোয়া বের করা।

ইসনাদ: বর্ণনাকারীদের ধারা - সাধারণত হাদীস বর্ণনাকারীদের ধারার বেলায় শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ।

কাফির: সাধারণ অর্থে অবিশ্বাসী, বা, যে ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেছে। দ্বিতীয় অর্থে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের ব্যাপারে যে অকৃতজ্ঞ।

উসূলী : যারা ইসলামী আইনতত্ত্বের বিশেষজ্ঞ বা আইনতত্ত্ববিদ। কোনটাকে আইন প্রণয়নের ব্যাপারে দলিল হিসাবে গ্রহণ করা যাবে অথবা কোনটা আইন প্রণয়নের ব্যাপারে দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয় ইত্যাদি নিয়ে যারা গবেষণা করেন।

কুফ্‌র: প্রাথমিক সংজ্ঞায় আল্লাহ্‌য়, তাঁর রাসূলে ﷺ বা দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে অবিশ্বাস।

কুফ্‌ফার: কাফিরের বহুবচন।

খাবার: আক্ষরিক অর্থে "বর্ণনা" বা "সংবাদ"। কোন কোন হাদীসের স্কলার "হাদীস" ও "খাবার" দু'টো শব্দই একই অর্থে ব্যবহার করে থাকেন; আবার অন্যরা নবীর ﷺ কাছ থেকে আসা বর্ণনাকে "হাদীস" বলে থাকেন, কিন্তু অন্যদের কাছ থেকে আসা বর্ণনাকে "খাবার" বলে থাকেন।

হিকমাহ্/হিকমত: হিকমাহ্ শব্দের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে প্রজ্ঞা। কিন্তু কুর'আনে যখন وَالْحِكْمَةَ ،الْكِتَابَ (কিতাবখানি ও হিকমাহ্) বলা হয়েছে - তখন হিকমাহ্ বলতে কুর'আনের সাথে সাথে আর যা কিছু নাযিল করা হয়েছে - তা বোঝানো হয়েছে! এখানে নবীর ﷺ সুন্নাহ্‌র কথা বলা হয়েছে বলে মনে করা হয়।

ফাসিক: আল্লাহ্‌র বিধানকে যে অবশ্যকরণীয় মনে করে (অর্থাৎ বিশ্বাসী), কিন্তু বাস্তবে তা পালন করে না।

শির্ক: প্রতিপালক হিসেবে বা উপাস্য হিসেবে আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে অংশীদার করা, অথবা, আল্লাহ্‌র নামসমূহের যে গুণাগুণ, নিরঙ্কুশ অর্থে, আর কারো সে সব গুণাগুণ রয়েছে বলে মনে করা।

মুশরিক: যে শির্ক করে।

মুরতাদ: একবার ইসলাম গ্রহণ করার পর যে স্বধর্ম ত্যাগ করে।

মুনাফিক্ব: যারা মুখে বিশ্বাসের ঘোষণা দেয়, অথচ অন্তরে বিশ্বাস পোষণ করে না।

বিদ'আত: উপাসনা ভেবে বা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করার উদ্দেশ্যে এমন কিছু করা - যা আল্লাহ্ বা তাঁর রাসূল ﷺ করতে বলেননি, আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ নিজে করেননি, নীরবে অনুমোদন করেন নি অথবা সাহাবারা ঐক্যমতের ভিত্তিতে করেননি।

শাহাদা: "শাহাদা" আক্ষরিক অর্থে "সাক্ষ্য"। ইসলামী পরিভাষায় এই ঘোষণা (সাক্ষী) দেয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন সত্যিকার ইলাহ্ (বা উপাস্য) নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ্‌র রাসূল।

মুজতাহিদ: যিনি ইজতিহাদ করতে সক্ষম।

তাগুত: আল্লাহ্ ছাড়া আর যা কিছুর ইবাদত করা হয় - মিথ্যা ইলাহ্!

সালাফ: ইসলামের প্রথম তিন প্রজন্মের মুসলিমগণ – রাসূল ﷺ-এর হাদীস অনুসারে যাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্ম বলে ধরা হয়।

মুতাওয়াতির হাদীস: ঐ হাদীসকে বলা হয় যা অনেকের বর্ণনায় এমনভাবে এসেছে যে, এটা অকল্পনীয় যে, তারা সকলেই একই ভুল করে থাকবেন অথবা সকলেই মিথ্যা বলবেন।

শরীয়াহ্‌: ইসলামী আইন।

ফিক্‌হ: যে শাস্ত্রে কোন একটা কাজের বা আমলের মূল্যায়ন করা হয় - কাজটা ফরজ, ওয়াজিব, মুস্তাহাব, মানদুব, মুবাহ্‌, মাকরূহ্‌ বা হারাম যে শ্রেণীরই হোক না কেন। আরো সহজভাবে বোঝাতে বলতে পারতাম: যে শাস্ত্রের উপর ভিত্তি করে "ফতোয়া" বা "মতামত" দেয়া হয়ে থাকে - বাস্তব জীবনে আমরা যখন এমন কোন সমস্যায় বা অবস্থায় পড়ি যা ইতিপূর্বে আমাদের কাছে অজানা ছিল - তখন, ঐ অবস্থায় আমাদের জন্য কি করণীয় তা জানতে আমরা এই শাস্ত্রের পন্ডিতদের শরণাপন্ন হই।

হাদীস: পারিভাষিকভাবে একটা হাদীস হচ্ছে মূলত রাসূল ﷺ-এঁর যে কোন বর্ণনা – তাঁর কথা, কাজ এবং নীরব সম্মতি, আচরণ, শারীরিক বৈশিষ্ট্য অথবা জীবন-বৃত্তান্ত সংক্রান্ত যে কোন বর্ণনা।

সহীহ্‌ হাদীস: পরীক্ষিত ও গ্রহণযোগ্য শুদ্ধ হাদীস, যা শুদ্ধতার সকল শর্ত পূরণ করে। এই শ্রেণীর হাদীস ইসলামী আইনের ভিত্তি হিসেবে নেয়া হয়।

হাসান হাদীস: এটাও পরীক্ষিত "ভালো" হাদীস, কিন্তু সহীহ্‌ হাদীসের মত শক্তিশালী নয়।

দঈফ হাদীস: দুর্বল হাদীস - যা "সহীহ্‌" বা "হাসান" হবার শর্তগুলো (এই বইয়ে আরো পরে "সহীহ্‌" বা "হাসান" হবার ৫টি শর্ত বর্ণনা করা হয়েছে) পূরণ করে না। সরাসরি ইসলামবিরোধী কোন ব্যাপার না থাকলে এবং এর সমর্থনে অন্যান্য পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকলে (যেমন, কিছু দুর্বলতা সহ অনেকে বর্ণনা করেছেন) এই শ্রেণীর হাদীসকে "হাসান" পর্যায়ে উন্নীত করা যেতে পারে।

দঈফ জিদ্দান: খুবই দুর্বল হাদীস, এটাকে কখনোই "হাসান" পর্যায়ে উন্নীত করা যাবে না।

মওদু: মওদু বা জাল হাদীস হচ্ছে, হাদীস বলে চালিয়ে দেয়া এমন একটি বর্ণনা - যা কিনা সূত্র ধরে পেছনে গেলে একজন জালকারী পর্যন্ত পৌঁছায়। হাদীসের আলোচনা করতে গিয়ে, অনেক স্কলারই এই শ্রেণীর বর্ণনাকে হাদীস বলেই গণ্য করেন না।

তাকওয়া: আল্লাহ্‌ভীরুতা বা আল্লাহ্‌র সামনে যে আমরা রয়েছি এই সচেতনতা।

ওহী মাতলু: আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসা যে বাণী বা ওহী তিলাওয়াত করা হয়।

ওহী গায়ের মাতলু: আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসা যে বাণী বা ওহী তিলাওয়াত করা হয় না, যেমন সুন্নাহ্‌র মাধ্যমে প্রাপ্ত নির্দেশাবলী।

তৌহীদ: আল্লাহ্‌র একত্ব - "আর কেউ বা কিছুই কোন দিক দিয়েই আল্লাহ্‌র মত নয়" - মূলত এই ধারণা।

খাওয়ারীজ: রাসূলের ﷺ বর্ণনায় ও ভবিষ্যতবাণীতে বর্ণিত ধর্মীয় চরমপন্থী গোষ্ঠী। আলী ﷺ বিরুদ্ধে যুদ্ধের মাধ্যমে এদের অধ্যায়ের সূচনা হলেও, যুগে যুগে এদের আবির্ভাব ঘটতে থাকবে বলে মনে করা হয়।

যিন্দিক: – ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী, যারা মুসলিমদের মাঝে ছদ্মবেশে থেকে, ভিতর থেকে ইসলামকে ধ্বংস করতে চায়।

তিজারাহ্‌: ব্যবসায়ের আরবী প্রতিশব্দ – পবিত্র কুর'আনে যা বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে।

তাওয়াক্কুল: কোন কিছুর উপর ভরসা করা বা কোন কিছুর উপর আস্থা জ্ঞাপন করা।

ফিত্‌রা: সহজাত বোধ বা প্রবণতা।

সাকিনা: প্রশান্তি।

মতন: হাদীসের বক্তব্য বা ভাষ্য (text)।

মিলাদ: জন্ম, জন্মকাল বা জন্মতারিখ।

নাজাসা: অপবিত্রতা – যেমন মল-মূত্র ইত্যাদি।

দ্বীন: দ্বীন হচ্ছে কোন একটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থার নিয়মকানুন ও সেসবের অনুশীলনের প্রতি কারো আত্মসমর্পণ এবং আনুগত্য। দ্বীনের শব্দগত অর্থ হচ্ছে 'ঋণ' বা দু'টি পক্ষের মাঝে একটা দেয়া-নেয়ার সম্পর্ক – ইসলামী পরিভাষায় যে সম্পর্কটি হচ্ছে– সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর সৃষ্টির মাঝে। কুরআনে আল্লাহ্‌ বলেন যে, নিশ্চিতভাবে ইসলামই হচ্ছে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কযুক্ত একমাত্র জীবনধারা বা 'দ্বীন'।